সংবাদ

তারিখ 30 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ১৭ ছিটমহলের কয়েক হাজার শিশু

সফিকুল ইসলাম সফিক, পঞ্চগড়

পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় থাকা ভারতীয় ছিটমহলের কয়েক হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। উভয় দেশে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও তারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে দিন দিন তারা সমাজের বোঝা হয়ে পড়ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই দুই জেলার অভ্যন্তরে ১৭টি ছিটমহল রয়েছে। এর আয়তন প্রায় ১১.০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। ভারতীয় এসব ছিটমহলে থাকা লোকজন একদিকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না অন্যদিকে সেখানে বেড়ে ওঠা শিশুরা তাদের শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের জন্য ওইসব ছিটমহলে নেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অনেক পরিবার তাদের শিশুদের পড়াশোনার জন্য ছিটমহলের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশী কোন স্কুলে পাঠালেও তাদের স্কুলের খাতায় নাম লিখতে হয় বাংলাদেশী কোন গ্রামের নাম। শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা ভুলে এলেও পায় না উপবৃত্তির সুযোগ-সুবিধা। ফলে তারা আবারও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ছিটমহলের এক জনপ্রতিনিধি বলেন, ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোসহ বেশকিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। অথচ আমাদের সন্তানদের নিয়ে তাদের কোন ভাবনা নেই।

ওই সূত্রটি আরও জানায়, মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী এক শর্তে বলা হয়েছে ছিটমহল বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশে যে ছিটমহলের অধিকারী হবে সেই ছিটমহলের নাগরিকরা হবে সেই দেশের নাগরিক। ভারতীয় ছিটমহল রিফুজি এসোসিয়েশনের এডভাইজার জয় প্রকাশ জানিয়েছেন, এভাবে আর কত দিন। দেখতে দেখতে অর্ধ শতাব্দী কেটে গেল। এখনও আমরা না ঘরকা না ঘাটকা হিসেবে থেকে গেলাম। ভারতীয় নাগরিক হয়েও আমরা বাস করছি বাংলাদেশী ভূবেষ্টিত এলাকায়।

তাই ভারত সরকার আমাদের কোন নাগরিক সুবিধা দিতে পারছে না। বাংলাদেশেও আমরা দুর্বিষহ জীবনযাপন করছি। '৭৪ এর ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি বাস্তবায়িত হলে অনেক আগেই আমরা বাংলাদেশী নাগরিক হয়ে যেতাম। তাহলে আমাদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

এদিকে ছিটমহল বিনিময়ের আগে ভারত ও বাংলাদেশের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিতকরণের কথা। কিন্তু ভারতের অসম্মতি ও অসহযোগিতার কারণে তাও সম্পন্ন হয়নি। সব ধরনের নাগরিক সুবিধাসহ শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত।

ছিটমহলবাসী বারবার এ সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় দেশের সরকারের কাছে দাবি করে এলেও তাদের দাবি দাবিই থেকে গেছে। আর এসব কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়টি এখনও ঝুলে থাকায় তারা তেমন সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত তেমনি সেখানে বেড়ে ওঠা শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এসব বিষয়গুলো এখন দুদেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগের ওপর নির্ভর করছে।